দৈনিক বাংলা

তারিখ 1.12.79
পৃষ্ঠা ... | কলাম ... ৫

209

প্রেসিডেন্ট উদ্বোধন করবেন: সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

আজ সারাদেশে খাল খনন শুরু

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী পাঁচ বছরে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার উদ্দেশ্যে সেচব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য স্বেচ্ছাশ্রমে খাল কাটার কাজ আজ সারা দেশে শুরু হচ্ছে। ঢাকা থেকে ৫০ মাইল পশ্চিমে শিবালয় থানার কশাদা খাল কেটে প্রেসিডেন্ট জিয়া আজ সকাল ১০টায় জাতীয় ভিত্তিতে গৃহীত এই ব্যাপক কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। তিনি নিজে এখানে খাল কাটায় অংশ নেবেন।

প্রেসিডেন্টের সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্যন্ত সর্বমোট খাল কাটার ১০৩টি স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মিলিত দৈর্ঘ্য হবে প্রায় পাঁচশ মাইল। তবে এখনও বহু জায়গা থেকে স্কীম গ্রহণের আবেদন অব্যাহত রয়েছে। শেষ পর্যন্ত স্কীমের সংখ্যা দেড়শ ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

আজিকার কাছে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও বিভিন্ন এলাকায় অন্ত প্রায় ৪০টি স্কীমের খাল কাটার কাজ শুরু হয়ে যাবে। বাদবাকী গুলোর কাজও শুরু হয়ে যাবে চলতি সপ্তাহের মধ্যেই। প্রতিদিন দেড় লাখ লোক খাল কাটায় অংশ নেবেন। একাজে সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া গেছে।

শিবালয় থানার যে কশাদা খালটি খনন আজ শুরু হবে—তা দৈর্ঘ্যে দু'মাইল। যমুনা ও ইছামতি নদীর সংযোগ খালের অংশ হিসেবে কশাদা খালটি টাঙ্গাইল জেলার একাংশ থেকে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানা পর্যন্ত বিস্তৃত। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্থানীয় জনসাধারণ মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে এই খালটি খননের কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েট সূত্রে বলা হয়েছে, এই খাল কাটা শেষ হলে সরাসরি ১২টি থানা উপকৃত হবে।

এই খাল কাটা হলে শুধু মানিকগঞ্জ মহকুমা নয়, সমগ্র ঢাকা জেলা খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের সারিতে এসে যাবে। খাল খননের মাটি দিয়ে স্থানীয় জনসাধারণ ইছামতির তীর ঘেঁসে নির্মাণ করবেন একটি চওড়া রাস্তা।

স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এই ব্যাপক পরিকল্পনার কাজ শুরু হলেও দরিদ্র দিন-মজুর—যারা এই কর্মসূচীতে কাজ করবেন তাদেরকে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর অধীনে সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা সরকার রেখেছেন। তবে তা কোনমতেই সমগ্র কাজের শতকরা ১০ ভাগের বেশী হবে না। এছাড়া খাল কাটার পর উপকৃত হবেন এমন কৃষকদের মধ্যে যারা কায়িক শ্রম দেবেন না, তারা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে অর্থ সাহায্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রেসিডেন্ট জিয়ার আহ্বানে ১৯৭৬ সাল থেকে উলশীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কিছু খাল কাটার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এবং প্রত্যেকটি প্রকল্পের কাজ সফল-

(শেষ পৃঃ ১—এর কঃ দ্রঃ)

খাল খনন

(১ম পৃঃ পর)

তার সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতার আলোকেই এবার দেশব্যাপী জাতীয় ভিত্তিতে খাল কাটার কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে খাল কাটার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন তিনি দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনের মানোন্নয়ন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছেন তারই প্রথম ধাপের কাজ আজ শুরু হচ্ছে। আগামী পাঁচ বছরে মধ্যে কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় সেচের পানির সরবরাহ অব্যাহত রাখার উদ্দেশে তিনি খাল কাটার আহ্বান জানান। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে এই আহ্বান অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে।

প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, জনসাধারণের মধ্যে তিনি যে উদ্যম ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছেন তাতে নির্দিষ্ট সময়—আগামী এপ্রিলের আগেই খাল কাটার প্রত্যেকটি স্কীমের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।